শাঠ্যেনাপি নমস্কারং কুর্ব্বতঃ শার্ঙ্গধন্বিনে।
শতজন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥

অর্থাৎ শঠতাপূর্ব্বকও যদি কেহ শার্ঙ্গধন্বী শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করে, তাহার শতজন্মসঞ্চিত পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ হইয়া থাকে। এতাদৃশ মহিমান্বিত সেই নমস্কারটিও যে জন করে না, সেইসকল পাপিগণকে আনয়ন কর; যেহেতুক তাহারা অসৎ। যাহারা শ্রীবিষ্ণুসম্বন্ধি কোনও কার্য্যই করে না, তাহারা অন্য সদ্‌গুণযুক্ত হইলেও অসৎ। এই অভিপ্রায়ে স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন—

স কর্ত্তা সর্ব্বধর্ম্মানাং ভক্তো যস্তব কেশব।
স কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত॥
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে।
নিঃশেষধর্ম্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে॥
সদা তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে।

হে কেশব! যে জন তোমার ভক্ত, সে জন নিখিল ধর্ম্মের কর্ত্তা, অর্থাৎ তোমাকে ভক্তি করিলে নিখিল ধর্ম্মই করা হয়। হে অচ্যুত! যে জন তোমাকে ভক্তি করে না, সে জন নিখিল পাপে পাপীয়ান্। হে হরে! তোমাতে ভক্তিহীন জনসকল যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের সেই ধর্ম্মও পাপরূপে পরিণত হয়। নিঃশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও যদি তোমাকে ভক্তি না করে, তাহা হইলে সেই অভক্তজন সর্ব্বদা নরকে বাস করে। আর তোমাতে ভক্তিমানজন ব্রহ্মহত্যা করিয়াও সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণেও উক্ত আছে—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥

আমার জন্য কৃত পাপও ধর্ম্মে পরিণত হয়, আবার আমাকে অনাদর করিয়া কৃত ধর্ম্মও মৎপ্রভাবে পাপরূপে পরিণত হয়—এ সমস্ত বাক্যগুলিই যুক্তিযুক্ত। যেহেতুক, শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ। সেবেজ্যাবনতিদাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্॥ নণাময়ং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ। শ্রীনারদঃ। ৭।১১'১১ শ্লোকে শ্রীনারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—মহাপুরুষ মাত্রের পরমাশ্রয় শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, পূজা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নববিধ ধর্ম্ম মানবমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্যতার মধ্যে মুখ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। অর্থাৎ সকল